৩০তম বিসিএস (পুলিশ) ব্যাচের সহকারী পুলিশ সুপারদের

শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, সারদা, রাজশাহী, ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০, ১৩ জু্ন ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যগণ,

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ,

শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ পুলিশের নবীন কর্মকর্তাবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

ঐতিহ্যবাহী এই পুলিশ একাডেমির প্যারেড গ্রাউন্ডে ৩০তম বিসিএস পুলিশের সহকারি পুলিশ সুপারদের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। কঠোর প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন শেষে পেশাগত জীবনে প্রবেশের এই বিশেষ দিনে নবীন কর্মকর্তাদের প্রতি রইল আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভকামনা।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতীয় চারনেতা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদকে যাঁদের মধ্যে এই পুলিশ বাহিনীর অনেক সদস্যও রয়েছেন।

 গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি, দুই লাখ নির্যাতিত মা-বোন ও অগণিত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি, যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের পুলিশ সদস্যগণ হানাদারদের বিরদ্ধে সর্বপ্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। আমি সেসব বীর যোদ্ধাসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ পুলিশ সদস্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। মহান মুক্তিযুদ্ধে পুলিশ বাহিনীর অবিস্মরণীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আমরাই প্রথম বাংলাদেশ পুলিশকে ‘স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১১' প্রদান করি।

সুধিমন্ডলী,

পুলিশ জনগণের বন্ধু। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, সন্ত্রাস ও অপরাধ দমন, সামাজিক শান্তি বজায় রাখা এবং গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষা করা পুলিশের পবিত্র দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে পুলিশকে হতে হয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী, ধৈর্য্যশীল, মানবিক মুল্যবোধসম্পন্ন এবং পেশাদার। এ উপলব্ধি থেকেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনের পাশাপাশি একটি জনবান্ধব ও আধুনিক পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার কাজে হাত দেন।

তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত ৮২ টি থানা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। পুলিশের বিভিন্ন স্থাপনা পুনঃনির্মাণ করেন। এই একাডেমিতেও হানাদার বাহিনী ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। জাতির পিতার প্রচেষ্টায় একাডেমি স্বরূপে ফিরে আসে। এই ঐতিহাসিক প্যারেড ময়দানে ১৯৭২ সালের ৯ই মে স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা প্রথম সমাপনী কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার পরিচালনার দায়িত্বে এসেছে জাতির পিতার প্রদর্শিত পথে একটি সুশৃঙ্খল, দায়িত্বশীল, জবাবদিহিমূলক ও জনবান্ধব পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করেছে।

গত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে আমরা পুলিশের জন্য বাজেটে বরাদ্দ বহুলাংশে বৃদ্ধি করি। ঝুঁকিভাতার প্রচলন, কল্যাণ ফান্ড গঠন, বিভিন্ন থানা ও ব্যারাক নির্মাণসহ অনেক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করি।

এবার সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পর পুলিশে ৭৩৩টি ক্যাডার পদসহ ৩২ হাজার পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ইতোমধ্যে ৫০০টি ক্যাডার পদসহ ২৭ হাজার ৭৭৮টি নতুন পদ সৃষ্টির কাজ শেষ হয়েছে। আমরা ২৮ বছর পর জাতির পিতা প্রদত্ত আইজিপি'র র‌্যাংক ব্যাজ পুনঃপ্রবর্তন করেছি। আইজিপি পদকে সিনিয়র সচিবের মর্যাদা প্রদান করেছি। পুলিশ বিভাগে দু'টি গ্রেড-১ পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। পুলিশ পরিদর্শক পদকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড পদ থেকে প্রথম শ্রেণীর (নন-ক্যাডার) গেজেটেড পদে এবং উপ-পরিদর্শক ও সার্জেন্ট পদকে তৃতীয় শ্রেণীর পদ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড পদে উন্নীত করা হয়েছে। পুলিশ বাহিনীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পুরণ হয়েছে।

পদমর্যাদা বৃদ্ধির সাথে সাথে জনগণ যাতে উন্নত সেবা পায় সে বিষয়ে পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যকে আরও সচেষ্ট থাকতে হবে। বিভাগীয় শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে আমরা Zero Tolerance নীতি গ্রহণ করেছি। অন্যায় করলে কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।

আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ইউনিট, রংপুর রেঞ্জ, রংপুর আরআরএফ গঠনসহ ২৫টি থানা এবং ৪১টি তদন্তকেন্দ্র স্থাপন করেছি। দুটি সিকিউরিটি ও প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন এবং পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন গঠন করেছি। পুলিশ ইউনিটগুলিতে যানবাহন সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ গঠন করেছি। সন্ত্রাসী ও জঙ্গী কার্যক্রম দমনে ন্যাশনাল পুলিশ ব্যুরো অব কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট গঠনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। ট্যুরিস্ট পুলিশ, ক্যাম্পাস পুলিশ, নৌ পুলিশ গঠনের কাজ শীঘ্রই সম্পন্ন করা হবে। বিমানবন্দরের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য স্থায়ীভাবে প্রযুক্তি নির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন গঠনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

জাতিসংঘ শান্তিমিশনে বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যগণ সুনামের সাথে কাজ করে বর্হিবিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছে। শান্তিমিশনে পুলিশ প্রেরণকারী দেশের মধ্যে আমরা শীর্ষস্থানে রয়েছি। এটি অনেক গর্বের ; অনেক সম্মানের।

বাংলাদেশ পুলিশ এখন কমিউনিটি পুলিশিং, ওপেন হাউজ ডে, লিগ্যাল সার্ভিস ডেলিভারি সিস্টেম, ভিকটিম সার্পোট সেন্টার, ব্লাড ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক, পুলিশ ভেরিফিকেশন প্রদানে ওয়ান স্টপ সার্ভিস ও বিট পুলিশিংসহ বিভিন্ন গণমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ জন্য পুলিশ বাহিনীকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

সুধিমন্ডলী,

উন্নত প্রশিক্ষণ ও তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগকে আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছি। বিশ্বব্যাপী অপরাধের ধরণ পাল্টাচ্ছে। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড দমন, সাইবার ক্রাইম, মানিলন্ডারিং সহ নতুন নতুন অপরাধ দমনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। পুলিশ বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ হতে হবে। অপরাধ ও অপরাধী সনাক্তকরণে আন্তর্জাতিক মান অর্জন করতে হবে।

আমরা পুলিশ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। পুলিশ একাডেমিকে প্রয়োজনীয় সকল ধরণের সুযোগ-সুবিধা ও আধুনিক-প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ করেছি। পুলিশ স্টাফ কলেজ, পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার এবং ট্রাফিক ও ড্রাইভিং স্কুলের জনবল বাড়িয়েছি। পুলিশ একাডেমির প্রিন্সিপালের পদকে অতিরিক্ত আইজিপি পদে উন্নীত করেছি। সহকারি পুলিশ সুপারদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Masters in Police Science ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে।

সুধিবৃন্দ,

আমরা দেশের প্রতিটি সেক্টরে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করেছি। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য-প্রযুক্তি, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, আইন-শৃঙ্খলাসহ প্রতিটি খাতেই ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করেছি। পাঁচ কোটি মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উন্নীত হয়েছে। দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থান হয়েছে। রিজার্ভ বেড়েছে। মূল্যস্ফীতি কমেছে। মাথাপিছু আয় ৬৩০ ডলার থেকে ৯৫০ ডলারে উন্নীত হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী জোরদার করেছি। শিক্ষার হার এবং মান বেড়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে। আমরা আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাচ্ছি। বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। আমাদের এ অর্জন ধরে রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে পুলিশের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে।

আমরা এজন্য পুলিশের ঔপনিবেশিক আমলের আইন, বিধি ও কাঠামোর ব্যাপক সংস্কার করেছি। আমি আশা করি, আমাদের পুলিশ বাহিনী হবে জনগণের প্রত্যাশার মূর্ত প্রতীক। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের মাধ্যমে এ বাহিনী সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে-এটাই আমার প্রত্যাশা।

নবীন কর্মকর্তাবৃন্দ,

আজ তোমরা যে শপথ নিলে, কর্মজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সে শপথের মর্যাদা রাখবে।

প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা হিসাবে সবসময় জনগণের সেবা করা তোমাদের পবিত্র কর্তব্য। জনগণ তোমাদের কাছে আসে আশ্রয় পেতে। যে বিপদগ্রস্ত মানুষটি তোমাদের কাছে আসছে তাঁর পাশে বিশ্বস্ত বন্ধুর মত দাঁড়াবে। নারী ও শিশুর প্রতি যেন কোন অবহেলা না হয় সেদিকে সর্বোচ্চ দৃষ্টি রাখবে।

আজ এখানে তোমরা যে বর্ণাঢ্য ও দৃষ্টিনন্দন কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করলে সেজন্য আমি তোমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সকলকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।